হয় নাই সেই সেই স্থলে আনুমানিক শব্দ বা পংক্তি বসাইয়া পাঠ পূরণের চেষ্টা করা হয় নাই। কেবলমাত্র লিপিকরের অসাবধানতা হেতু যেখানে যেখানে অক্ষর বাদ পড়িয়াছে সেখানে সেখানে বাদ পড়া অক্ষরটিকে বন্ধনীমধ্যে রাখিয়া অপূর্ণ শব্দকে পূর্ণ করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আ-কার ঈ-কার প্রভৃতি কোথাও বাদ পড়িয়া থাকিলে প্রয়োজন-বোধে তাহা বন্ধনীর মধ্যে বসান হইয়াছে। এরূপ দুটি একটি সামান্য সংশোধন (বা সংযোজন) বাদ দিলে সম্পাদিত গ্রন্থে মূলের পাঠ মোটামুটি অবিকৃতই রহিয়াছে বলা চলে।

৩. কবি-পরিচিতি

পীতাম্বর-রচিত বিভিন্ন কাব্যের যে কয়খানি পুথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিতেই কবিপরিচয় নাই। কবির আত্মপরিচয়জ্ঞাপক কোন শ্লোকের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় নাই। কবির বিভিন্ন কাব্য পাঠে শুধু এইটুকুই জানা যায় যে, তিনি কামতানগরাধিপতি বিশ্বসিংহের সভাকবি ছিলেন। বিশ্বসিংহ কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বসিংহের পুত্র সমরসিংহই কবিকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করিতেন। খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ লিখিয়াছেন, শুক্লধ্বজের সহায়তায় নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়লাভে সমর্থ হন নাই। সেনাপতি শুক্লধ্বজ বন্দী হইয়া গৌড়রাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে গৌড়ের রাজমাতার অনুগ্রহে মুক্তি পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময় গৌড়দেশ হইতে তিনি পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ নামে দুইজন পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া আসেন। উক্ত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ

'জগদ্‌গুরু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজসভার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি স্মৃতিনিবন্ধের (যেমন, প্রেতকৌমুদী, সংক্রান্তিকৌমুদী ইত্যাদি) সন্ধান পাওয়া যায়।[১] খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহ্‌মেদ উক্ত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ ও কবি পীতাম্বরকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বিষয়ে আমানতউল্লাকে অনুসরণ করিয়াছেন।[২] কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। পীতাম্বর তাঁহার কাব্যমধ্যে কোথাও নিজেকে 'সিদ্ধান্তবাগীশ' বলেন নাই অথবা তিনি যে একসময় গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন তাহারও কোন ইঙ্গিত দেন নাই। নরনারায়ণ অহোমরাজ্য জয় করেন ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে[৩] এবং কালাপাহাড়(সুলেমান কর্‌রানির সেনাপতি) কর্তৃক বিধ্বস্তপ্রায় কামাখ্যামন্দির পুনর্নির্মাণ করেন ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে। এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলে বলিয়া জানা যায়।[৪] সুতরাং পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ শুক্লধ্বজ কর্তৃক ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দের পরে কামতারাজ্যে আনীত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু কবি পীতাম্বর-কৃত কোন কাব্যের রচনাকাল উক্ত সময়ের পূর্বে ছাড়া পরে পাওয়া যায় না।[৫] এই প্রসঙ্গে ডঃ মহেশ্বর নেওগ তাঁহার সম্পাদিত 'উষা-পরিণয়' কাব্যের ভূমিকায়(পৃঃ ১৪) লিখিয়াছেন, 'আরু

১. কোচবিহারের ইতিহাস — আমানতউল্লা আহ্‌মেদ প্রণীত। পৃঃ ১১৩—১১৪ ও ১৩১

২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

৩. দ্রঃ আর্লি হিস্ট্রী অব্‌ কামরূপ — কে.এন.বড়ুয়া প্রণীত, পৃঃ ১৯৫

৪. কোচবিহারের ইতিহাস, পৃঃ ১১৩

৫. মার্কণ্ডেয় পুরাণ — ১৪৫২ শক বা ১৫৩০ খৃঃ, উষাপরিণয় — ১৪৫৫ শক বা ১৫৩৩ খৃঃ, নলদময়ন্তী-উপাখ্যান — ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪ খৃঃ

এটি কথা মন করিলে কবি পীতাম্বর আরু স্মৃতিনিবন্ধকার পীতাম্বর দুজন মানুহ যেন লাগিব— সিদ্ধান্তবাগীশ পীতাম্বরক চিলারায়ে গৌড়রপরা কোচবেহারলৈ আনে গৌড়র বন্দীশালরপরা তেওঁর মুক্তির সময়ত । এই সময় বুরঞ্জীর লেখমতে প্রায় ১৪৮৩ শক । কিন্তু এই তারিখর আগতেই কবি পীতাম্বরে কমতানগরত তেওঁর দশমীয়া কাব্য রচনা করে ।'

পীতাম্বরকে কেহ কেহ 'পীতাম্বর দ্বিজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।[৬] কিন্তু পীতাম্বর ব্রাহ্মণ ছিলেন এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা পাই না । ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—'গ্রন্থে পীতাম্বরের বিশেষ কোন পরিচয় নাই । তিনি নিজেকে কামরূপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ।[৭] কিন্তু যে পুথিখানি অবলম্বনে তিনি এই কথা লিখিয়াছেন উহাতে কোথাও পীতাম্বর নিজেকে কামরূপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায় নাই । লেখক কোথায় ইহা পাইলেন জানি না । পীতাম্বর-কৃত 'ঊষা-পরিণয়' কাব্যের একস্থানে পাওয়া যায়—

যেন পুণ্যময় কথা ব্রাহ্মণে কহিলা ।
পয়ার প্রবন্ধে তাক রচনা করিলা ।।
প্রচুর কতেক কথা রচিলো সংক্ষেপে ।
আর কথা দিলো তাত রস অনুরূপে ।।[৮]

---

৬. দ্র: ড: শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'ষোড়শ শতাব্দীর একখানি বাংলা ভাগবত' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) এবং কে.এন.বড়ুয়া-প্রণীত 'আর্লি হিস্ট্রী অফ কামরূপ', পৃ: ২১৫ । ড: মহেশ্বর নেওগও তাঁহার 'অ্যাসামিজ লিটারেচার বিফোর শঙ্করদেব' প্রবন্ধের একস্থানে কবিকে 'পীতাম্বর দ্বিজ' বলিয়াছেন । দ্র: [illegible] অ্যাসপেক্টস অফ আর্লি অ্যাসামিজ লিটারেচার, পৃ: ৪১

৭. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

৮. ড: মহেশ্বর নেওগ-সম্পাদিত 'ঊষা-পরিণয়' (৩য় সং, ২৪৩ পৃ:)

এই পংক্তি চতুষ্টয় দৃষ্টে কাহারও মনে বিভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে, পীতাম্বর নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম দুই পংক্তির ক্রিয়াপদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, এখানে 'ব্রাহ্মণ' বলিতে কবি নিজেকে উদ্দিষ্ট করেন নাই। 'কহিলা' ও 'করিলা' ক্রিয়াপদদ্বয় প্রথম পুরুষের। তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তির ক্রিয়াপদ 'রচিলো' এবং 'দিলো' উত্তম পুরুষের। সুতরাং এখানে অর্থ এই দাঁড়ায়—কোন ব্রাহ্মণের (কথক ঠাকুরের?) নিকট হইতে পীতাম্বর পুরাণ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাকে রস-সংযোগে কাব্যরূপ দিয়াছেন।

ড: সুকুমার সেনই সর্বপ্রথম পীতাম্বরকে অব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি রংপুর জেলা হইতে পীতাম্বর-রচিত নলদময়ন্তী-উপাখ্যানের যে পুথিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন উহা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, পীতাম্বর নিজেকে 'দাস পীতাম্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৯] ড: সেন কর্তৃক উদ্ধৃত পীতাম্বরের উক্ত শ্লোকটিতে উল্লিখিত হইয়াছে— দময়ন্তী চরিত্র যে বা শুনে নিত্য

আপদ খণ্ডে তৎক্ষণে।

বহুত সম্পত্তি হরিপদে গতি

দাস পীতাম্বরে ভণে।।[১০]

এখানে 'দাস' শব্দটিকে পীতাম্বরের কৌলিক উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিলে পীতাম্বরকে অব্রাহ্মণ বলিতে হয়। কিন্তু এই সামান্য একটি মাত্র উদ্ধৃতি পীতাম্বরের অব্রাহ্মণত্ব প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। এ-বিষয়ে আরও তথ্য-প্রমাণাদির প্রয়োজন আছে। কিন্তু পীতাম্বর তাঁহার কাব্যাদিতে

---

১. কে.এল.বড়ুয়াও তাঁহার 'আর্লি হিস্ট্রী অফ কামরূপ' গ্রন্থের একস্থানে কবি পীতাম্বরকে 'পীতাম্বর দাস' বলিয়াছেন, দ্র: পৃ: ১৭৭, পাদটীকা

১০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, পূর্বার্ধ), ৪র্থ সং, পৃ: ২৬২, পাদটীক

স্বীয় ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না করায় তিনি ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন তাহা তাঁহার কাব্যপাঠেই জানা যায়। ভাগবত দশম স্কন্ধের অনুবাদে তিনি যেখানেই অবকাশ পাইয়াছেন সেখানেই হরিপদে স্বীয় অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। শুধু ভাগবতেই নহে, তাঁহার 'উষা-পরিণয়' কাব্যেও কবির হরিভক্তি সুপ্রকট। এমন কি চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'ও পীতাম্বর তাঁহার হরিভক্তির কথা অকপটে ঘোষণা করিয়াছেন।

পীতাম্বর কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তাহা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। 'উষা-পরিণয়' কাব্যে তিনি নিজেকে কামতা-নগরের বাসিন্দা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১১] এই কামতানগর কোচরাজা বিশুসিংহের রাজধানীর নাম।[১২] ডঃ মহেশ্বর নেওগ লিখিয়াছেন — 'কোচরাজধানীর আশে-পাশে কোনো ঠাইত তেওঁর মূল-ঘর থকা সম্ভব। কিন্তু তেওঁর পাত-কবিত্ব-গুণ সমস্ত কামরূপত (অর্থাৎ কোচবেহার-কামরূপত) বিয়পি পরিছিল।'[১৩] 'গুরুচরিতে' (রামচরণ ঠাকুর-রচিত) আছে, শঙ্করদেব অহোমরাজ্য পরিত্যাগপূর্বক বরপেটায় আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নারায়ণ ঠাকুরের (পিতৃদত্ত নাম ভবানন্দ) নিকট হইতে ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে কবি পীতাম্বরের নাম শুনিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রামচরণ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

১১. কামতানগরে সুরপুরি পরতেক।

তাতে মিস্র পিতাম্বর নামে কবি এক।।

১২. সুরপুর অবতার কামতানগর।

তাত বিশুসিংহ রাজা ভোগে পুরুন্দর।। — গো. বি. পৃঃ ২৩৭

১৩. 'উষা-পরিণয়' (৩য় সং), ভূমিকা, পৃঃ ১৪

নারায়ণো বলিলন্ত শুনিলা শঙ্কর ।
যিটো রাজ্যে উত্তম আছয় কোন নর ।।
নারায়ণে কহিলন্ত চরণত ধরি ।
আছে একজন পীতাম্বর নাম ধরি ।।
শঙ্করে বোলন্ত কেন কবিতা করয় ।
গোৱা নারায়ণ শুনো গীতর অনুয় ।।
শুনি নারায়ণে পঢ়ে সুমরি মনত ।
কবিকৃত গীত গন্ত শঙ্কর আগত ।।
বিলাপ করিয়া কান্দে দেবী রুকমিণী ।
কোন অঙ্গ গুন দেখি নাশিলা পদ্মপাণি ।।
তার পাইবে নেদিলা শঙ্কর যথামতি ।
জানিলোহো নারায়ণ শিটো অল্পমতি ।।
গীততে জানিলো কামবশ্য যিটোজন ।
আন কোন আছে কহিয়োক নারায়ণ ।।[14]

বরপেটা বর্তমান কামরূপ অঞ্চলে অবস্থিত । সুতরাং পীতাম্বর কামরূপ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়াই মনে হয় এবং সে অঞ্চলে তিনি যে একজন 'উত্তম ব্যক্তি' রূপে পরিগণিত ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নাই । অবশ্য রামচরণ ঠাকুর লিখিয়াছেন, পীতাম্বরের কাব্য শঙ্করদেবের মনঃপূত হয় নাই । শঙ্করদেব পীতাম্বরকে 'কামবশ্য' আখ্যা দিয়াছেন ।

শঙ্করদেব বরপেটায় আসেন ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ।[15] রামচরণ ঠাকুরের বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয়, এই সময়ে পীতাম্বর জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার কবিখ্যাতি তদঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল ।

---

১৪. গুরুচরিত (২য় সং)-হরিনারায়ণ দত্তবড়ুয়া সম্পাদিত, পৃঃ ৫৪৪-৪৫

১৫. হিস্ট্রী অফ অ্যাসামিজ লিটারেচার-বি.কে.বড়ুয়া প্রণীত, পৃঃ ২২